148900 - যে মুসাফির কিবলার দিক জানতে পারেন না তিনি কিভাবে নামায আদায় করবেন?

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েব সাইটে 'মুসাফিরের নামায' এবং 'কোন দিকে ফিরে নামায আদায় করব' সে সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলো পড়েছি। কিন্তু আমরা যখন সফর অবস্থায় থাকি এবং কিবলার দিক জানার জন্য কোন উপায়ন্তর না পাই, যেমনটি ঘটে আমেরিকাতে; এখানে কিবলার দিক জিজ্ঞেস করার জন্য কোন মুসলমান পাওয়া খুবই দুস্কর হয়ে যায়। আমি কম্পাস ব্যবহার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু, তাতে সফল হইনি। এরপরও চেষ্টা করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায়, ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার আশংকায় যে কোন দিকে ফিরে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি এবং অন্য সময় পুনরায় নামাযটা আদায় করে নিব? আমরা জানি যে, আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীকে সেজদাস্থল বানিয়েছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নামাযে কিবলামুখী হওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত— এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। সক্ষমতা থাকার পরেও এ শর্ত পূরণ না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এমন কিছু অবস্থা আছে যে অবস্থাগুলোতে কিবলামুখী হওয়ার শর্ত বাদ পড়ে যায়; সে অবস্থাগুলো ইতিপূর্বে 65853 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন মুসলমান এমন কোন স্থানে থাকেন যে স্থান থেকে তিনি কিবলার দিক জানতে না পারেন তাহলে তিনি তাঁর প্রবল ধারণায় যে দিককে কিবলা মনে হয় সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবেন। সেক্ষেত্রে উক্ত নামাযটি পুনরায় আদায় করা তার উপর আবশ্যক হবে না। বরং তার নামায শুদ্ধ; তাকে কোন কিছু করতে হবে না।

এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসে, তিনি বলেন: "আমরা এক যুদ্ধাভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমরা কিবলা জানার চেষ্টা করলাম; কিন্তু নিজেরাই একমত হতে পারলাম না। তাই আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ব্যক্তি আলাদা আলাদা নামায আদায় করল। আমাদের প্রত্যেকে তার সামনে একটি দাগ দিয়ে রাখল যেন পরবর্তীতে জায়গাগুলো চেনা যায়। যখন ভোর হল তখন আমরা সে দাগ দেখে বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলার দিকে নয় অন্য দিকে ফিরে নামায আদায় করেছি। ফলে এ বিষয়টা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করার নির্দেশ দেননি। বরং বললেন: তোমাদের নামায আদায় হয়েছে।[সুনানে দারাকুতনী, মুসতাদরাক হাকেম, সুনানে বাইহাকী; আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে

(২৯১) অন্যান্য হাদসিরে আলোকে এ হাদসিকে ‘হাসান’ ঘোষণা করছেনে]

যে ব্যক্ত কিবিলা জানার চষ্টো-প্রচষ্টো করার পরওে কবিলা ভুল করে নামায আদায় করছেনে সে ব্যক্ত সিম্পর্কে শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হলে তনি বিলনে: যদ কিনো মুসলমি সফর অবস্থায় থাকনে কংিবা এমন কোন দশে থোকনে যখোনে কবিলার দকি জানানোর মত কাউকে না পান তাহলে তার নামায শুদ্ধ; যদ তিনি নিজি কেবিলা জানার আপ্রাণ চষ্টো করে নজি নেজি একটা সদ্ধিান্ত ননে; পরবর্তীতে জানা যায় য,ে তনি কিবিলা ভুল করছেনে।

আর যদ তিনি মুসলমান দশে থোকনে তাহলে তার নামায সহহি হবে না। কনেনা, তার পক্ষে কবিলা সম্পর্কে কাউকে জজ্ঞিসে করা সম্ভব। অনুরূপভাবে মসজদিরে কাঠামো দখোর মাধ্যমওে কবিলা জানা সম্ভব।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৪২০) থকেে সমাপ্ত]

কবিলা জানার অনকে পদ্ধত রিয়ছে।ে যখন কোন মুসলমান সফরে বরে হয় এবং সে জানে য,ে অচরিইে সে এমন কোন স্থানে উপনীত হবে যখোনে কবিলা জানার সমস্যায় পড়ব,ে সখোনে জজ্ঞিসে করার জন্য কোন মুসলমানকে পাবে না সক্ষেত্রে কবিলা জানার পদ্ধত শিখি নেয়ো তাগদিপূর্ণ হয়ে যায়। এখন কম্পাসরে মাধ্যমে কংিবা কছিু ঘড়রি মাধ্যমে —যগেুলোতে বশিষে কছিু প্রোগ্রাম আছ— কবিলার দকি জানা সহজ। এছাড়া সূর্যরে মাধ্যম,ে চন্দ্ররে মাধ্যমওে কবিলা নর্ণিয় করা যতেে পার।ে মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছে সসেব পদ্ধত শিখি নেয়ো যাতে করে তার নামায সহহি হয়।

আল্লাহই ভাল জাননে।